سورة الطور

সূরা তূর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৯ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

وَالطُّوْرِ ۝١ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧
مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ
سَيْرًا ۝١٠ فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ خَوْضٍ
يَّلْعَبُوْنَ ۝١٢ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ
كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝١٤ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۝١٥ اِصْلَوْهَا
فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ۝١٦ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۝١٧ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمْ
رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝١٨ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٩ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ
عِيْنٍ ۝٢٠ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝٢١
وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٢٢ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا
لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ۝٢٣ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ

مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا

كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا

عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) কসম তূর পর্বতের (২) এবং লিখিত কিতাবের (৩) প্রশস্ত পত্রে, (৪) কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের (৫) এবং সমুন্নত ছাদের (৬) এবং উত্তাল সমুদ্রের (৭) আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, (৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৯) সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে (১০) এবং পর্বতমালা হবে চলমান, (১১) সেইদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, (১২) যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছামিছি কথা বানায়। (১৩) যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (১৪) এবং বলা হবেঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে, (১৫) এটা কি যাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। (১৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নিয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের-সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবেঃ আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম তূর (পর্বতের), এই সেই কিতাবের, যা উন্মুক্ত পত্রে লিখিত আছে। (অর্থাৎ

আমলনামা, যার সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُورًا

এবং কসম বায়তুল মামূরের (এটা সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতখানা)। এবং

কসম সমুন্নত ছাদের (অর্থাৎ আকাশের; আল্লাহ্ বলেন ঃ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ

سَقْفًا مَّحْفُوظًا—আরও বলেন اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ) এবং কসম উত্তাল-

সমুদ্রের। (অতঃপর কসমের জওয়াব বলা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী, কেউ একে প্রতিরোধ করতে পারবে না। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা (স্বস্থান থেকে) সরে যাবে। [অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রকম্পিত হওয়া সাধারণ অর্থেও হতে পারে এবং বিদীর্ণ হওয়ার অর্থেও হতে পারে; যেমন অন্য আয়াতে আছে فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ রূহুল-মা'আনীতে উভয় তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। অগ্রে-পশ্চাতে উভয়টি হতে পারে। এখানে পর্বতমালার সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يَنْسِفُهَا

رَبِّىْ অন্য আয়াতে আছে بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً এসব কসমের

কারণ একটি উদ্দেশ্যকে চিন্তাধারার নিকটবর্তী করা। উদ্দেশ্য এই ঃ কিয়ামত সংঘটনের আসল কারণ প্রতিদান ও শাস্তি। এটা শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তিতে হবে। অতএব, তূর পর্বতের কসম খাওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাক্যালাপ ও বিধানাবলী প্রদানের মালিক। এসব বিধান পালন অথবা প্রত্যাখ্যানের ভিত্তিতে প্রতিদান ও শাস্তি হবে। আমলনামার কসম খাওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বিধানাবলী পালন ও প্রত্যাখ্যান সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিদান ও শাস্তি এর উপর নির্ভরশীল, যাতে বিধানাবলী প্রতিপালন জরুরী হয়। বায়তুল মামূরের কসমে ইঙ্গিত আছে যে, ইবাদত একটি জরুরী বিষয়। এমনকি, যে ফেরেশতাদের প্রতিদান ও শাস্তি নেই, তাদেরকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর জান্নাত ও দোযখ এই দুটি বস্তু হচ্ছে প্রতিদান ও শাস্তির পরিণতি। আকাশের কসমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জান্নাত আকাশের মতই সমুন্নত বস্তু। উত্তাল সমুদ্রের কসমে ইশারা রয়েছে যে, দোযখও উত্তাল সমুদ্রের অনুরূপ ভয়াবহ বস্তু। এরপর কিয়ামতের কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যখন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী তখন] যারা (কিয়ামত, তওহীদ, রিসালত ইত্যাদি সত্য বিষয়ে) মিথ্যা-রোপ করে (এবং) যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছামিছি কথা বানায়, (ফলে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়)

সেদিন তাদের খুবই দুর্ভোগ হবে; যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (কেননা, এরূপ জায়গার দিকে কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে না। অতঃপর নিক্ষেপের সময় فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ—অর্থাৎ মাথায় ও পায়ে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে দোযখ দেখিয়ে শাসিয়ে বলা হবেঃ) এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে (অর্থাৎ এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলতে) এবং যাদু আখ্যা দিতে। আয়াতগুলো তো তোমাদের মতে যাদু ছিলই। এখন এটা (-ও) কি যাদু, (দেখে বল) না (এখনও) তোমরা চোখে দেখছ না? (যেমন দুনিয়াতে চোখে না দেখার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলে)। এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। (তোমাদের হা-হুতাশের কারণে মুক্তি দান করা হবে না এবং মেনে নেওয়ার ফলেও দয়া করে দোযখ থেকে বের করা হবে না; বরং অনন্তকাল এতে থাকতে হবে)। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। (তোমরা কুফর করতে, যা সর্ববৃহৎ অবাধ্যতা এবং আল্লাহ্র হক ও অসীম গুণাবলীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। সুতরাং প্রতিফলস্বরূপ অনন্তকাল দোযখ ভোগ করবে। অতঃপর কাফিরদের বিপরীতে মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছেঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা (জান্নাতের) উদ্যানসমূহে ও ভোগবিলাসের মধ্যে থাকবে। তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে (ভোগবিলাস) দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (এবং জান্নাতে দাখিল করে বলবেনঃ) তোমরা (দুনিয়াতে) যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ খুব তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (এটা হবে সাধারণ মু'মিনদের অবস্থা। অতঃপর সেই মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে, যাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের গুণে গুণান্বিত। বলা হচ্ছেঃ) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানে তাদের অনুগামী (অর্থাৎ তারাও ঈমানদার যদিও তারা আমলে পিতাদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেনি। আমলের কথা উল্লেখ না করায় তা বোঝা যায়। এছাড়া হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, বলা হয়েছেঃ كانوا دونه فى العمل وكانت منازل وعملك درجتك ولم يبلغوا ارفع ابائهم এমতাবস্থায় আমলে ত্রুটি থাকার কারণে তাদের মর্তবা কম হবে না বরং মু'মিন পিতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য) আমি সন্তানদেরকেও (মর্তবায়) তাদের সাথে মিলিত করে দেব। (মিলিত করার জন্য) আমি তাদের (অর্থাৎ জান্নাতী পিতাদের) আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না (অর্থাৎ পিতাদের কিছু আমল হ্রাস করে সন্তানদেরকে দিয়ে সমান করা হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তির কাছে ছয়শ টাকা এবং এক ব্যক্তির কাছে চারশ টাকা আছে। উভয়কে সমান করার উদ্দেশ্য হলে এক উপায় হল এই যে, ছয়শ টাকা ওয়ালার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে চারশ ওয়ালাকে দেওয়া। ফলে উভয়ের কাছে পাঁচশ পাঁচশ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় উপায় এই যে ছয়শ ওয়ালার কাছ থেকে কিছুই না নেওয়া; বরং চারশ ওয়ালাকে নিজের কাছ থেকে দু'শ টাকা দিয়ে দেওয়া

এবং উভয়কে সমান সমান করে দেওয়া। এটা দাতাদের পক্ষে অধিক উপযুক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষেত্রে প্রথম উপায় অবলম্বিত হবে না। যার ফলে এই হত যে, পিতাদেরকে আমল কম হওয়ার কারণে নীচের স্তরে নামিয়ে আনা হত এবং সন্তানদেরকে কিছু উপরে তুলে দেওয়া হত। এটা হবে না ; বরং দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা হবে। ফলে পিতাগণ তাদের উচ্চস্তরেই থেকে যাবে এবং সন্তানদেরকে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। সন্তানদের মধ্যে ঈমানের শর্ত না থাকলে তারা মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না। কেননা, কাফিরদের মধ্যে) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ (কুফরী) কৃতকর্মের জন্য দায়ী।(لقوله تعالى

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ অর্থাৎ মুক্তির কোন উপায় নেই। ফলে তাদের মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই মিলিত হওয়ার জন্য সন্তানদের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত। অতঃপর পুনরায় ঈমানদার ও জান্নাতীদের কথা বলা হচ্ছে ঃ) আমি তাদেরকে দেব ফলমূল ও গোশ্‌ত, যা তারা পছন্দ করবে। সেখানে তারা (আনন্দ-উল্লাসের ভঙ্গিতে) একে অপরকে পানপাত্র দেবে। এতে (অর্থাৎ পানীয়তে) অসার বকাবকি নেই, (কেননা তা নেশাযুক্ত হবে না) এবং পাপ কর্মও নেই। তাদের কাছে (ফলমূল আনার জন্য) এমন কিশোররা আসা-যাওয়া করবে (এই কিশোর কারা ? সূরা ওয়াকিয়ায় তা বর্ণনা করা হবে)। যারা (বিশেষভাবে) তাদেরই সেবায় নিয়োজিত থাকবে (এবং এমন সুশ্রী হবে) যেন সুরক্ষিত 'মোতি'। (যা অত্যন্ত চমকদার ও ধূলাবালু মুক্ত হয়ে থাকে। তারা আধ্যাত্মিক আনন্দও লাভ করবে। তন্মধ্যে এক এই যে,) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (এবং একথাও) বলবে যে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে (অর্থাৎ দুনিয়াতে পরিণাম সম্পর্কে) ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তাঁর কাছে দোয়া করতাম (যে, আমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করুন। তিনি আমাদের দোয়া কবুল করেছেন)। তিনি বাস্তবিকই অনুগ্রহকারী, পরম দয়ালু। (এটা যে আনন্দের বিষয়বস্তু তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالطُّورِ—হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদ্গত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরে সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি। ---(কুরতুবী) তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরয।

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ—رق শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্য

কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত 'কিতাব' বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ—আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মামূর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মিরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বায়তুল মামূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।—(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামূর। এ কারণেই মি'রাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বায়তুল মামূরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। —(ইবনে কাসীর)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ—مسجور শব্দটি سجر থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ—অর্থাৎ চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যোব, আলী ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। —(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রা)-কে জনৈক ইহুদী প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল।—(কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (র) প্রমুখ مسجور-এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (র) এই অর্থই পছন্দ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ—আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লিখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রা) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতএম (রা) বলেনঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌঁছেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন, এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব।—(কুরতুবী)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا—অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مور বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবেঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

অর্থাৎ যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়, যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়।—(মাযহারী)

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেনঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সা)-রই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরয করবেঃ পরওয়ারদিগার, দুনিয়াতে নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য আমল করে-ছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবেঃ তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। —(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেনঃ এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমা-ণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতামাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে আহমদে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবেঃ পরওয়ারদিগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেওয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবেঃ তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

ايلات و الت — وما التنا هم من عملهم من شيء-এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা।---(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এইঃ সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুযুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে পিতাদের সমান করে দেবেন।

كل امرئ بما كسب رهين---অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেক কর্মের বেলায় সৎ কর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না।---(ইবনে কাসীর)

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝٢٩ اَمْ يَقُوْلُوْنَ

شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝٣٠ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ

مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝٣١ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ

طَاغُوْنَ ۝٣٢ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝٣٣ فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ

مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝٣٤ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝٣٥

اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝٣٦ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ

رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝٣٧ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ

مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٨ اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝٣٩ اَمْ

تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝٤٠ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ

يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِنْ يَرَوْا

كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ

يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُ

هُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ

ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ

بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

(২৯) অতএব আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় ঃ সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। (৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) না তারা বলে ঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। (৩৫) তারা কি আপনা আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৬) না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্র সন্তান? (৪০) না আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, তাদের উপর জরি-মানার বোঝা চেপে বসেছে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাফির, তারাই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না তাদের আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে ঃ এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) গোনাহ্গারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে,

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন। (৪৯) এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আপনার প্রতি প্রচারযোগ্য বিষয়বস্তু সম্বলিত ওহী নাযিল করা হয়; (যেমন উপরে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকারীদের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তখন) আপনি (এসব বিষয়বস্তুর সাহায্যে মানুষকে) উপদেশ দান করুন। কেননা, আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন (যেমন মুশরিকদের এ উক্তি সূরা ওয়ায-যোহার শানে নুযূলে বর্ণিত আছে قد تركك شيطانك-এর সারমর্ম এই যে, আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী হতে পারেন না। কারণ, অতীন্দ্রিয়বাদীরা শয়তানের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। শয়তানের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। এক আয়াতে আছেঃ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ—এখানে বলা হয়েছে যে, আপনি উন্মাদ নন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি নবী। নবীর কাজ সব সময় উপদেশ দান করা---মানুষ যাই বলুক)। তারা কি (অতীন্দ্রিয়বাদী ও উন্মাদ বলা ছাড়াও একথা) বলতে চায়ঃ সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি (দুররে মনসূরে আছে, কোরাইশরা পরামর্শগৃহে একত্রিত হয়ে প্রস্তাব পাস করল যে, মুহাম্মদও একজন কবি। অন্যান্য কবি যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে খতম হয়ে গেছে, সেও তেমনি খতম হয়ে যাবে এবং ইসলামের ঝগড়া মিটে যাবে)। আপনি বলে দিনঃ (ভাল কথা,) তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি। (অর্থাৎ তোমরা আমার পরিণতি দেখ, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, আমার পরিণতি শুভ এবং তোমাদের পরিণতি অশুভ ও ব্যর্থতা। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তোমরা মরবে, আমি মরব না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল তার ধর্ম অচল হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তা মিটে যাবে। এখানে তা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। সেমতে তাই হয়েছে। তারা যে এসব কথাবার্তা বলে) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয়, না তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক? (তারা নিজেদেরকে প্রগাঢ় বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী বলে দাবী করে, যেমন সূরা আহ্‌কাফে বর্ণিত তাদের উক্তি থেকে বোঝা যায় لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ। মায়ালেম কিতাবেও বর্ণিত আছে যে, কোরাইশ সরদারগণ মানুষের মধ্যে অত্যধিক বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের বুদ্ধির অবস্থা দেখানো হয়েছে যে, বুদ্ধি সঠিক হলে এমন বিষয়ের শিক্ষা দিত না। এটা বুদ্ধির শিক্ষা না হলে নিছক দুষ্টুমি

ও হঠকারিতাই হবে)। না তারা বলে ঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে ? (এরূপ নয়;) বরং (একথা বলার একমাত্র কারণ এই যে,) তারা (প্রতিহিংসাবশত) অবিশ্বাসী। (নিয়ম এই যে, মানুষ যে বিষয়কে বিশ্বাস করে না, হাজার সত্য হলেও সে সম্পর্কে নেতিবাচক কথাই বলে। জব্দ করার উদ্দেশ্যে আরেক জওয়াব এই যে, এটা যদি তারই রচিত হবে তবে) তারা (-ও তো আরবী ভাষাভাবী, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী) এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক যদি তারা (এ দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাকে। (রিসালত সম্পর্কিত এসব বিষয়বস্তুর পর এখন তওহীদ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ তারা যে তওহীদ অস্বীকার করে,) তারা কি কোন স্রষ্টা ব্যতীত আপনা-আপনি সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? (না এই যে, তারা নিজেদের স্রষ্টাও নয় এবং স্রষ্টা ব্যতীত সৃজিতও হয়নি, কিন্তু) তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে ? (এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্রষ্টাগুণের মধ্যে অংশীদার, সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে যে, স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ এবং সে নিজেও স্রষ্টার মুখাপেক্ষী তার জন্য তওহীদে বিশ্বাসী হওয়া এবং আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করাও অপরিহার্য। সে ব্যক্তিই তওহীদ অস্বীকার করতে পারে, যে একমাত্র আল্লাহ্কেই স্রষ্টা মনে করে না অথবা সে সৃজিত একথা অস্বীকার করে। চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে কাফিররা জানত না যে, স্রষ্টা যখন এক তখন উপাস্যও এক হবে। তাই অতঃপর তাদের এই মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাস্তবে এরূপ নয়) বরং তারা (মূর্খতার কারণে তওহীদে) বিশ্বাস করে না। (মূর্খতা এটাই যে, স্রষ্টা হলেই উপাস্য হতে হবে একথা চিন্তা-ভাবনা করে না অতঃপর রিসালত সম্পর্কে তাদের অন্যান্য ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তারা আরও বলত যে, নবুয়ত দান করা যদি অপরিহার্যই ছিল, তবে মক্কা ও তায়িফের অমুক অমুক সরদারকে নবুয়ত দেওয়া হল না কেন? আল্লাহ্ তা'আলা জওয়াবে বলেন ঃ) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার (নবুয়তসহ নিয়ামত ও রহমতের) ভাণ্ডার রয়েছে (যে যাকে ইচ্ছা নবুয়ত দিয়ে দেবে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ) না তারাই (এই নবুয়ত বিভাগের) হর্তাকর্তা? (যে, যাকে ইচ্ছা, নবুয়ত দান করার আদেশ দেবে? অর্থাৎ নবুয়ত দান করার উপায় দুইটি ঃ এক. ভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে, দুই. যারা ভাণ্ডারের অধিকারী, তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়ে নির্দেশের মাধ্যমে তা দান করবে। এখানে উভয় সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালত অস্বীকার করে এবং মক্কা ও তায়িফের সরদারদেরকে রিসালতের যোগ্য মনে করে। তাদের কাছে এর কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নেই; বরং এর বিপরীতে প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই শুধু প্রশ্নবোধক 'না' বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, এর পক্ষে কোন ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণও নেই) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে (আকাশের) কথাবার্তা শ্রবণ করে (অর্থাৎ তাদের কোন ব্যক্তির প্রতি ওহী নাযিল হয় না এবং তাদের কেউ আকাশে আরোহণ করে না। অতঃপর এ সম্পর্কে একটি যুক্তিগত সম্ভাবনা বাতিল করা হচ্ছে যে, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তারা আকাশে আরোহণ করার ও সেখানকার কথাবার্তা শোনার দাবী করতে থাকবে) তবে তাদের শ্রুত (এই দাবীর পক্ষে) সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক (যে, সে ওহী লাভ করেছে, যেমন আমাদের নবী স্বীয়

ওহীর পক্ষে নিশ্চিত অলৌকিক প্রমাণাদি রাখেন। অতঃপর আবার তওহীদের এক বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তওহীদ অবিশ্বাসীরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করে শিরক করে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি) আল্লাহ্‌র কি কন্যা সন্তান আছে; আর তোমাদের আছে পুত্র সন্তান? (অর্থাৎ নিজেদের জন্য তো তোমা-দের জ্ঞানে উৎকৃষ্ট বস্তু পছন্দ কর আর আল্লাহ্‌র জন্য এমন বস্তু পছন্দ কর, যাকে তোমরা নিকৃষ্ট মনে কর। অতঃপর আবার রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আপনার সত্যতা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও আপনার অনুসরণ তাদের পছন্দনীয় নয়। তবে) আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, এই কর দেওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে গেছে? যেমন আল্লাহ্ বলেন,

اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا অতঃপর কিয়ামত ও প্রতিদান সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারা বলেঃ প্রথমত, কিয়ামত হবেই না, যদি হয় তবে সেখানেও আমরা ভাল অবস্থায় থাকব। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ

اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা এই যে) তাদের কাছে কি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) লিপিবদ্ধ করে? না তারা (রসূ-লের সাথে) চক্রান্ত করতে চায়? (অন্য আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ)

অতএব যারা কাফির, তারাই এই চক্রান্তের শিকার হবে। (সেমতে তারা চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে বদরে নিহত হয়েছে। অতঃপর তওহীদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে কি? আল্লাহ্ তাদের আরোপিত শিরক থেকে পবিত্র। (কাফিররা রিসালতের বিপক্ষে এ কথাও বলত যে, আমরা তখন আপনাকে রসূলরূপে মেনে নেব, যখন আপনি আকাশের কোন খণ্ড ভূপাতিত করে দেন।

যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا —এর জওয়াব এই যে, রিসালতের পক্ষে শুরু থেকেই প্রমাণ কায়েম রয়েছে। কাজেই ফরমায়েশী প্রমাণ কায়েম করার কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, প্রমাণপ্রার্থী সত্যান্বেষী হলে ফরমায়েশী প্রমাণও কায়েম করা যায়। কিন্তু কাফিরদের ফরমায়েশ সত্যের জন্য নয়, নিছক হঠ-কারিতাবশত। তারা তো এমন হঠকারী যে) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতেও দেখে, তবুও বলবেঃ এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

ولو انا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এরা যখন এতই উদ্ধত ও অবাধ্য, তখন তাদের কাছে ঈমান প্রত্যাশা করে দুঃখিত হবেন না ; বরং) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেই দিনের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যে দিন তাদের হুঁশ উড়ে যাবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর সেই দিনের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে) যে দিন তাদের (ইসলামের বিরোধিতা ও নিজেদের সাফল্য সম্পর্কিত) চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা (কোথাও থেকে) সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (সেদিন তারা সত্যাসত্য জেনে নেবে। এর আগে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না)। গোনাহ্গারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন দুর্ভিক্ষ, বদরে নিহত হওয়া ইত্যাদি)। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ('অধিকাংশ' বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের কতকের জন্য ঈমান অবধারিত ছিল। তাদের শাস্তির জন্য যখন আমি সময় নির্ধারিত রেখেছি, তখন) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। (এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের প্রতিশোধ ত্বরান্বিত করতে চাইবেন না যে, তারা আপনার কোন ক্ষতি সাধন করবে। এরূপ আশংকা করবেন না। কেননা) আপনি আমার হিফাযতে আছেন। (অতএব ভয় কিসের ? তাদের কুফরের কারণে অন্তর ব্যথিত হলে এর প্রতিকার এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করুন। উদাহরণত মজলিস থেকে অথবা নিদ্রা থেকে) গাত্রোত্থানের সময় (উদাহরণত তাহাজ্জুদে) আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রির কিছু অংশে (অর্থাৎ ইশার সময়ে) এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার পশ্চাতে (অর্থাৎ ফজরে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (সারকথা এই যে, অন্তরকে এ কাজে মশগুল রাখুন, তাহলে চিন্তা-ভাবনা প্রবল হতে পারবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فانك باعيننا — শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আমার হিফাযতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরোয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ والله يعصمك من الناس অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হিফাযত করবেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার

প্রতিকারও। বলা হয়েছেঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করা। ইবনে জরীর (র) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তা-ই কবূল হয়। বাক্যগুলো এইঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۔

এরপর যদি সে অযূ করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবূল করা হবে। --(ইবনে কাসীর)

মজলিসের কাফ্‌ফারাঃ মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেনঃ' যখন দণ্ডায়মান হন'--এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবেঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ---এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (র) বলেনঃ তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সৎ কাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভালমন্দ কথাবার্তা হয়, সে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই মজলিসে যেসব গোনাহ্ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এইঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ---(তিরমিযী---ইবনে কাসীর)।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ---অর্থাৎ রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরিব ও ইশার

নামায এবং সাধারণ তসবীহ্ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। وَإِدْبَارَ النُّجُومِ অর্থাৎ তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ্ পাঠ বোঝানো হয়েছে--(ইবনে কাসীর)